* শিক্ষনের বিভিন্ন পর্যায়গুলি (Stages of Teaching) আলোচনা কর।

শিক্ষনকার্যের অধিগম লাভিচালক হিসাবে শিক্ষককে শ্রেণিতে শিক্ষনকার্যের পূর্বে, শ্রেণিতে শিক্ষন-কার্য চলাকালীন এবং শ্রেণিকক্ষে শিক্ষনকার্যের লবর্তী কাজগুলির সুসংগঠিত লাবিকল্পনা প্রনয়ন করতে হয় এবং সুচারুভাবে তাকে কার্যে লাবিনত করতে হয়। সেইজন্যে শিক্ষনকার্যকে পর্যায়ক্রমিক হওয়া আবশ্যক। এই পর্যায়গুলির দ্বারাই সমগ্র শিক্ষন প্রক্রিয়া সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। জ্যাকসন (Jacson) সমগ্র শিক্ষনকার্যকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন —

(i) প্রাক-সক্রিয়তার পর্যায় (Pre-active Stage)
(ii) সক্রিয়তার পর্যায় (Interactive Stage) ও
(iii) সক্রিয়তা লবর্তী পর্যায় (Post-active Stage)

• প্রাক-সক্রিয়তার পর্যায়ঃ

এই স্তরটি শিক্ষনকার্যের লাবিকল্পনার স্তর। লঠনপাঠন শুরু হওয়ার পূর্বে শিক্ষককে যাবতীয় লাবি-কল্পনা সম্পন্ন করতে হয়। এই পর্যায়ে শিক্ষককে মূলত দু'ধরনের কাজ করতে হয়, যথা - লক্ষ্য নির্ধারন ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্ভব্য উপায় নির্ধারন।

(a) লক্ষ্য নির্ধারনঃ এই পর্যায়ে শিক্ষককে যুক্তিনিষ্ঠ-ভাবে লক্ষ্য স্থির করতে হয়। লক্ষ্য স্থির করার পর বিস্তারিতভাবে নির্দিষ্ট শিখন উদ্দেশ্য বা নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্য স্থির করতে হয়। অবশেষে উদ্দেশ্যগুলিকে যথাযথ উপায়ে আবেগগত ক্রমে বিন্যস্ত করে লিখিত রূপ দিতে হয়।

লক্ষ্য নির্ধারন
⇓
শিখন বা নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্য স্থিরীকরন
⇓
উদ্দেশ্যগুলিকে আবেগগত ক্রমে বিন্যস্তকরন

(b) লক্ষ্য অর্জনের সম্ভাব্য উপায় নির্ধারণঃ কীভাবে পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলিকে চয়ন করে শিক্ষার্থীর আচরণ পরিবর্তন করা সম্ভব সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণই এই পর্যায়ের দ্বিতীয় কাজ। এই বিষয়ে যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয় তা হল —

i) শিখন উদ্দেশ্যগুলিকে অর্জন করার জন্য ও শিখন অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য উপায় ও বিষয়বস্তু নির্বাচন।

ii) মনোবিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ও যুক্তিনির্ভর পদ্ধতিতে ক্রমকাঠিন্য অনুযায়ী বিষয়বস্তুর বিন্যাস।

iii) শিক্ষণ পদ্ধতি, কৌশল ও শিক্ষণের নীতি নির্ধারণ।

iv) শিক্ষণ কৌশল ও পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য শিক্ষা সহায়ক উপকরণ (Teaching aids) ব্যবহারের পরিকল্পনা গ্রহণ।

v) শ্রেণি শিক্ষণের জন্য প্রাপ্ত সময়, সুযোগ, পরিচালনা প্রভৃতির পরিকল্পনা নির্মাণ।

vi) শিক্ষক মূল্যায়ন কখন করবেন ও কীভাবে করবেন তার পরিকল্পনা গ্রহণ।

- প্রক্রিয়তার পর্যায়ঃ

শিক্ষণের এই পর্যায় হল প্রাক-প্রক্রিয়তা পর্যায়ে করা যাবতীয় পরিকল্পনার ব্যবহারিক প্রয়োগের পর্যায়। শিক্ষণের এই দ্বিতীয় পর্যায়টিকে প্রকৃত শ্রেণি-শিক্ষণ পর্যায় হিসাবে বিবেচনা করা হয়। প্রকৃত শ্রেণিশিক্ষণের সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ভর করে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার গুনগত মানের উপর।

এই পর্যায়ে যে কাজগুলি করা হয়, তা হল –

(a) ধারণাগঠন (Perception): শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে প্রথমেই তিনি শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা গঠন করবেন। শ্রেণিকক্ষের আকার প্রত্যক্ষ করে শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করবেন এবং তাদের আচরণগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা গঠন করবেন। এছাড়াও তাদের প্রেষণা (motivation) কতটা আছে তা বোঝার চেষ্টা করবেন।

(b) পারদর্শিতার লক্ষণ নির্ণয় (Diagnosis): শিক্ষার্থীর দক্ষতা, আগ্রহ, মনোভাব, শিক্ষণীয় বিষয়ের পূর্বজ্ঞান প্রভৃতি জানার মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার স্তর নির্ণয়ের চেষ্টা করবেন। পারদর্শিতার লক্ষণ নির্ণয়ের কাজটি বিভিন্ন ভাবে করা যেতে পারে, যেমন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে পারেন বা কোন আচরণগত কাজের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারেন।

(c) ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া (Interaction): শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সংযোগে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রক্রিয়া। শিক্ষণের সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপর, সেজন্য শিক্ষক সঠিক উদ্দীপক নির্বাচন ও ব্যবহার করবেন, পুনঃশক্তিসঞ্চারের জন্য শক্তিবর্ধক পদ্ধতির ব্যবহার করবেন এবং শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী যথাযথ শিক্ষণ কৌশলের বিকাশ, শিক্ষণ পরিবেশ প্রভৃতির উপর গুরুত্ব দেবেন।

- **সক্রিয়তা পরবর্তী পর্যায়:**

শিক্ষণের তৃতীয় পর্যায়টি মূলত মূল্যায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত। সক্রিয়তা পর্যায়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দ্বারা আচরণের পরিবর্তন

কতখানি হয়েছে তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে মূল্য আরোপ করা হয় এই পর্যায়ে। শিক্ষণের পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্য গুলি শিক্ষার্থীরা কতটা অর্জন করতে পেরেছে তা জানার জন্য সঠিক মূল্যায়ন কৌশল নির্বাচনে ও কী ধরনের ফিডব্যাক দেওয়া প্রয়োজন তা নির্ণয় করবেন এই পর্যায়ে।

অক্রিয়তা পরবর্তী পর্যায়ের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষকের কাজগুলি হল —

(a) শিক্ষণের কার্যকারীতা বিচার: শিক্ষণে পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলির উপযোগিতা নির্ণয় করা ও শিক্ষার্থীর আচরণ পরিবর্তনের মাত্রা নির্ণয় করে শিক্ষণের কার্যকারীতা বিচার করা হয়। অন্যথায় ভবিষ্যতের শিক্ষণকার্যের উন্নতিকরন বা পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।

(b) যাথার্থতা বিচার করা: বিষয়বস্তু নির্বাচন যথাযথ কিনা, বিষয়বস্তুর বিন্যাস যথার্থ কিনা তাও বিচার করা হয় এই পর্যায়ে। পুনরায় শিক্ষন প্রয়োজন না পরবর্তী বিষয়ের পাঠ শুরু করা হবে সেবিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয় এই পর্যায়ে।

(c) পদ্ধতি ও কৌশলের উপযোগিতা বিচার: শিক্ষণ পদ্ধতি, শিক্ষণ কৌশল, শিক্ষা সহায়ক উপকরণ প্রভৃতির উপযোগিতা বিচার করে পদ্ধতি, কৌশল ও উপকরণের পরিবর্তন বা উন্নতিকরনের সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয়।

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

(d) শ্রেণি পরিবেশের ভূমিকা মূল্যায়নঃ শিক্ষার্থীর আচরণ পরিবর্তনের প্রভাবক হিসাবে শ্রেণি পরিবেশ ও শিখন পরিস্থিতির ভূমিকাও মূল্যায়ন করা হয়।

শিক্ষনের এই তিনটি পর্যায় (stage) পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। শিক্ষণ কার্য শুধুমাত্র শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াতেই সম্পন্ন হয় না, শিক্ষকের শ্রেণিকক্ষে প্রবেশের বহু পূর্বে শুরু হয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পরেও এমনকি শিক্ষকের শ্রেণিকক্ষ পরিত্যাগ করার অনেক পর পর্যন্তও এই ক্রিয়া চলতে থাকে।

—o—

Susanta Baral
12/04/2020.